তারিখ ০৭ FEB ২০১৬
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সমকাল

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর আইন হচ্ছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আসছে কঠোর আইন। পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িতদের সাজা বাড়িয়ে করা হচ্ছে নতুন আইন। বিদ্যমান আইনে দায়ী হলে সর্বোচ্চ চার বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। নতুন আইনে তা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছর করা হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব রটনাকারীদেরকেও শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে। প্রস্তাবিত এ আইনে একই সঙ্গে স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন, পাবলিক পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক এবং প্রশ্ন প্রণেতাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্যদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা 'স্নাতক' নির্ধারণ, মাধ্যমিক স্তরে নোট-গাইড বই বন্ধ এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কাজে জড়িত হলে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হচ্ছে। প্রস্তাবিত এ আইনের নাম 'শিক্ষা আইন-২০১৬'। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর আলোকে এ আইন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সাজা কঠোর না হওয়ায় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেও প্রশ্নফাঁস পুরোপুরি ঠেকানো যাচ্ছে না। এ কারণে প্রস্তাবিত নতুন আইনে কঠোর করা হচ্ছে এ-সংক্রান্ত অপরাধের সাজা। 'দ্য পাবলিক এক্সামিনেশনস (অফেন্স) ১৯৮০ (অ্যামেন্ড ১৯৯২) অ্যাক্ট' অনুযায়ী প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণের সঙ্গে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি চার বছরের কারাদণ্ড। কিন্তু প্রস্তাবিত নতুন আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বা এর সঙ্গে জড়িত থাকলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদ বা ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দ দণ্ডিত হবেন। শিগগির প্রস্তাবিত এই আইনের খসড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে সাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য। আইনের খসড়া প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারা জানান, মাসব্যাপী এ বিষয়ে মতামত নেওয়া হবে।

মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা থেকে জানা গেছে, প্রস্তাবিত খসড়ায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফি সরকারের অনুমোদন ছাড়া নির্ধারণ করলে ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা এক বছরের কারাদণ্ড বা

সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছর করার প্রস্তাব

উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলে প্রতিষ্ঠান বন্ধসহ সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জাতীয় শিক্ষানীতির ২৭ অধ্যায়ের ১ নম্বর অনুচ্ছেদে শিক্ষা প্রশাসনে গতিশীলতা আনতে একটি 'সমন্বিত শিক্ষা আইন' প্রণয়নের কথা বলা হয়েছিল। এ আইনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসনের সর্বস্তরে জবাবদিহি, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতিমুক্ত করার কথা বলা হয়। বাস্তবতার আলোকে এ আইনের গুরুত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলোচিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকরা প্রায়ই উচ্চ আদালতে মামলা করে থাকেন। এসব মামলায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আদেশ ও নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। মামলাগুলো লড়তে গেলে আদালত জানতে চান, কোন আইনের ক্ষমতাবলে এ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে। তখন বিভিন্ন বিধিমালার কথা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হলেও আদালতে তা গুরুত্ব পায় না। কারণ সুনির্দিষ্টভাবে কোনো আইন দেখানো সম্ভব হয় না। এ সব কারণে বেশিরভাগ মামলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আদালতে হেরে যায়।'

নতুন এ আইনে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন, প্রাইভেট টিউশন এবং কোচিং বাণিজ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধেও কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। খসড়া আইনে ৬৭টি ধারা এবং ২৮০টি উপধারা রয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে গাইড বই, নোটবই প্রকাশ এবং সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা করাতে হবে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শাখাসহ সব তথ্য সঠিকভাবে সরকারকে জানাতে হবে।

প্রস্তাবিত আইনে শিক্ষার স্তর হবে চারটি। এগুলো হলো প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বয়স হবে চার থেকে ছয় বছর। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে ছয় বছর বয়স থেকে। এ স্তর হবে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী হবে মাধ্যমিক স্তর। এরপর শুরু হবে উচ্চশিক্ষার স্তর। নতুন শিক্ষা ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৫

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আইনে আরও থাকছে প্রশাসনিক স্বার্থে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তঃশিক্ষা বোর্ডে বদলি, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নেতৃত্ব গড়তে শিক্ষার্থী পরিষদ গঠন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যকার্ড প্রদান, শিক্ষকদের আচরণবিধি ইত্যাদি। পাশাপাশি আইন লঙ্ঘনের দায়ে ধারা অনুযায়ী সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা এবং সর্বনিম্ন ছয় মাস থেকে এক বছর জেল অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ প্রসঙ্গে টেলিফোনে সমকালকে বলেন, 'খসড়া আইন প্রণয়নের পর তাতে আরও বেশ কিছু সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব এসেছিল দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন মহল থেকে। সেগুলো বিবেচনায় নিতে গিয়ে কিছুটা দেরি হচ্ছে। শিগগির তা চূড়ান্ত করা হবে।'